স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত
হ্যানিম্যান হল
মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান
হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।
হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।
হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৬ই মাঘ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 30th Jan. 1963 | ৩৬শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।
বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সহরবাসীর অপূর্ব্ব সুযোগ
আমাদের উপর আপনার চাউল তৈয়ারীর ভার দিন। আমরা নিজ তত্ত্বাবধানে ধান সেদ্ধ করাইয়া ভাতের চাল, মুড়ির চাল তৈয়ারী করাইয়া দিই। বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন। সৌরীন্দ্র-মোহন চৌধুরী, রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসীতলা অথবা মিঞাপুরের "দেবেন্দ্র চাউল ও আটা কলে।"

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই মাঘ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

চতুর্দ্দশ প্রজাতন্ত্র-দিবস

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬৩

নূতন শপথ

—•—

আজিকার পুণ্যদিবসে মাতৃভূমির নামে শপথ করিয়া এবং ভারতের আত্মোৎসর্গকারী বীর ও মহাপুরুষগণের মহৎ দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া আমি সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছি—

* ভারতশত্রু চীনের সৈন্যবাহিনীকে দেশ হইতে বিতারণের উদ্দেশ্যে আমি সর্বদা প্রস্তুত থাকিব।

* ভারতশত্রু চীনের শেষ সৈন্যটি ভারতভূমি হইতে অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত রক্তদান, শ্রমদান, কর্মদান ও প্রয়োজন হইলে চরম আত্মদানের জন্য আমি প্রস্তুত থাকিব।

* আমি বাক্যে, আচরণে ও চিন্তায় এমন কোন ভাব প্রকাশ বা পোষণ করিব না যাহাতে শত্রু বিতাড়নে অসুবিধা ঘটিতে পারে।

* আমি গৃহশত্রু সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকিব।

* চীনের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে আমি সর্বপ্রকারে সক্রিয়ভাবে ভারত সরকারকে সাহায্য করিব।

॥ বন্দেমাতরম্ ॥ ॥ জয়হিন্দ্ ॥

শঠ মিত্রের শঠতায় সাধারণতন্ত্রের শপথ

সাধারণতন্ত্রের শপথে পরিণত হইয়াছে

আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—

"দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং
ভৃত্যশ্চোত্তর-দায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো
মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।"

বর্ত্তমান রাষ্ট্রভাষার পণ্ডিতেরা বলেন—

"সব্‌সে মিলিয়ে সব্‌সে হিলিয়ে,
সব্‌কা লিজিয়ে নাম—
হাঁজি হাঁজি কর্‌তে রহিয়ে
বৈঠকে আপন ঠাম।"

—

ত্রিশে জানুয়ারী

—•—

১৯৪৮ উনিশ শ আটচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী সাধারণের চক্ষে অতি নিষ্ঠুর দিন। আবার অসাধারণ ব্যক্তিগণ এই তারিখটীকে ভারতের রাজনীতিক গুরু মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাবের দিন বলিয়া পুণ্য দিবসে পরিগণিত করিয়াছেন। দ্বাপরের ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মপক্ষের উপদেষ্টা—মহর্ষি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"

বলিয়া বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের হস্তের নিষ্ঠুর আঘাতে যেরূপ তনু ত্যাগ করিয়াছিলেন, ভারতের রাষ্ট্রগুরু, স্বাধীনতা সংগ্রামের উপদেষ্টা মহাত্মাজী সেইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে আততায়ীর নিষ্ঠুর অস্ত্রের নির্ম্মম আঘাতে তনু ত্যাগ করিয়া ৩০শে জানুয়ারী দিনটীকে ইতিহাসে স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুশাস্ত্রে মৃত্যু বার্ষিকীর দিন স্বর্গীয় আত্মার মর্ত্ত্যলোকে ক্ষণেকের তরে আবির্ভাবের কথার উল্লেখ আছে। সেইজন্য মৃত্যু তিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা হয়। স্বর্গত ব্যক্তি জীবিতকালে যে যে বস্তু ভালবাসিতেন, সেই সেই বস্তু তাঁহার শ্রাদ্ধে প্রদান করা হয়। আবার দুঃস্থ ব্যক্তি যখন শ্রাদ্ধের উপকরণ সংগ্রহে অক্ষম হন, তাঁদের জন্য শাস্ত্রকার অন্যরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছেন।

বনবাসী রামচন্দ্র রাজা দশরথের শ্রাদ্ধে বনের ফুল, বনের তিল প্রভৃতি বস্তু

"ইদং ভুঙ্ক্ষ মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্
যদন্নঃ পুরুষো রাজন্ তদন্নাঃ পিতৃদেবতা॥"

মন্ত্র বলিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন, আমরা রামচন্দ্রের মত বিশুদ্ধ বনজাত বস্তু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির শ্রাদ্ধে দিতে অক্ষম।

প্রহ্লাদ যেমন পিতৃ প্রদত্ত বিষমিশ্রিত খাদ্য তাঁহার হরিকে নিবেদন করিবার সময় বলিয়াছিলেন—

"যার যেমন সাধ্য, সে দেয় নৈবেদ্য
নানারূপ মিষ্ট সুপেয় সুখাদ্য—
আমার কপাল মন্দ, ওহে শ্রীগোবিন্দ,
গরলের নৈবেদ্য করহে ভক্ষণ।"

আমরা মহাত্মার মত বিশুদ্ধ আত্মার উদ্দেশে কি দিব তাহা ভাবিয়া পাই না। প্রহ্লাদের নারায়ণ যেমন তাঁহার ভক্তের বিষ গ্রহণ করিয়া বিষের বিষক্রিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন, আমাদের প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যেই ভেজালরূপ বিষ মিশানো আছে, আমরা বাধ্য হইয়া মহাত্মাকে তাহাই নিবেদন করিতেছি—হে মৃত্যুঞ্জয়, তুমি সেই হলাহল ভক্ষণ কর।

—

পুলিশ ও চোর

—•—

পুলিশ

চোরে ডেকে বলিছে পুলিশ,
পর-দ্রব্য কেন নিস্ তোরা?
খেটেখুটে পারিস্ না খেতে,
তোর জন্যে ব্যস্ত থাকি মোরা।
বারে বারে পড়িস্ তো ধরা
কতবার খেটে এলি জেল,
তবু তোর হ'লনাকো জ্ঞান,
বল্ দেখি—এ কোন্ আক্কেল?

চোর

পুলিশের শুনিয়া এ কথা,
করিল উত্তর—কিবা কব,
দেশে যদি না থাকিত চোর
চাকরী কি থাকিত হে তব?
খেটে খেতে পারি বটে মোরা
চাকরী যে দেয়নাকো কেহ,
যে রাখিবে চাকর আমারে
তারেও যে করিবে সন্দেহ॥

—

বাণী চরণে
হতাশের প্রার্থনা

বিদ্যা ফিরে নে জননী তোর !

বিদ্যারম্ভ হ'ল যবে মোর,
হাতে খড়ি দিল গুরু ম'শাই।
তুই মা জননী, বিদ্যাদায়িনী,
তোর পূজা আমি করি মা তাই।

তোরই কৃপায় যশের সহিতে
চারিখানি পাশ পাইনু বেশ ;
ঘরে এসে দেখি আমারে পড়া'তে
বিষয় বিভব হয়েছে শেষ।

ছ'মাস না যেতে দেনা ভেবে ভেবে,
পরলোকগত পিতৃদেব ;
এ দিকে যে আমি বিদ্যার চোটে
হইয়া পড়েছি হাফ-সাহেব।

দেনা করে টাকা পাঠাতেন বাবা—
তাহাতে কিনেছি বিলাতী বুট ;
জমি বেচে বাবা পাঠাতেন টাকা
তাহাতে খেয়েছি চা, বিস্কুট।

দেনা দেখে আমি করি নাই ভয়,
মনে মনে মোর ছিল এ বোধ—
ছ'টী মাস যদি হাকিমী করি ত
সকল দেনাই করিব শোধ।

খোসামোদ করি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
হাকিমীর নেশা ছুটিল মোর।
পাশ করিলেই হয়না হাকিম,
চাই এতে সুপারিশের জোর।

হিতাকাঙ্ক্ষী যত আত্মীয়স্বজন,
যুক্তি সকলে দিল আমায়—
পুলিশে ঢুকিলে হইবে আমার
হাকিমীর চেয়ে অধিক আয়।
এম, এ, পাশ করি দারোগা হইব !
অদৃষ্টের ফের বাপরে বাপ !
আমি হ'নু রাজি, বিধাতা তো নয়,
দু' ইঞ্চি কম বুকের মাপ।
দিন দিন দিন আয়ু হ'ল ক্ষীণ—
বয়স পঁচিশ গত যে প্রায় !
সরকারী পোষ্ট আজ না পাইলে
জীবনে কি আর মিলিবে হায় ?
বিদ্যার গরম হইল ঠাণ্ডা,
ভাঙ্গিল আমার দাঁতের বিষ—
পঁচিশ মুদ্রা ভাতা নিয়ে হ'নু
কেরাণী-গিরির এপ্রেন্টিস্।
কিছুদিন পরে হইনু বাহাল
বেতন হইল পঞ্চাশৎ।
(i) আই এর ফুটকি (t) টীর মাথা কাটা
ভুল হইলেই কৈফিয়ৎ।
আপিসের যিনি বড় বাবু মোর,
দু'বেলা তাঁহারে মাখাই তেল।
তবু ভুল পেলে দেন টিটকারা—
'এম, এ, পাশ করে এই আক্কেল ?'
সারাটী পৃথিবী দেখি অন্ধকার
সাহেব যখন করেন রাগ।
গোটা দুই টাকা উপরি পাইলে
ভাবি আমি আজ মেরেছি বাঘ।
নয়টা বাজিতে আপিশেতে ছুটি,
পেটে দিয়ে ছাই ভস্মটা,
চাবুকের চোটে ছু'টে চলে যথা
ছ্যাকড়া গাড়ীর অশ্বটা।
স্বাস্থ্য আমার গিয়াছে ভাঙ্গিয়া
হজম হয় না মুগের জুস্।
হজম হয় শুধু সাহেবের তাড়া,
আর টাকা সিকে যা' পাই ঘুস্।
চোর লুটে রাতে আমি লুটি দিনে
মোর চেয়ে ভাল ডাকাত চোর।
স্বাস্থ্য সারল্য ফিরে দে আমার
বিদ্যা ফিরে নে জননী তোর।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে অবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
অবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীনলীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

চ্যবনপ্রাশ

নিয়মিত সেবনে শ্বাস, কাশ ও হাঁপানি রোগ চিরতরে নিরাময় হয়।

প্রাপ্তিস্থান—

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়**, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।